তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৬১

**জলবায়ু-সহিষ্ণু উন্নয়নের জন্য প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানের পদ্ধতি গ্রহণ করেছে সরকার**

 **---পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বাংলাদেশ পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো তৈরি করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার বাংলাদেশ জলবায়ু সহনশীলতা অর্জনের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ জলবায়ু-সহিষ্ণু উন্নয়নের জন্য প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানের পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

 মন্ত্রী আজ কেনিয়ার নাইরোবিতে অনুষ্ঠানরত জাতিসংঘের পরিবেশ পরিষদের পঞ্চম অধিবেশনে (ইউএনইএ-৫) তাঁর ঢাকাস্থ সরকারি বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগদান করে এসব কথা বলেছেন।

 শাহাব উদ্দিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জলবায়ু, প্রকৃতি ও উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বাংলাদেশ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে উন্নয়ন কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সরকার এবং জনগণ একসাথে কাজ করার মাধ্যমে এ সকল সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে।

 মন্ত্রী বলেন, মহামারি-পরবর্তী সবুজ প্রকৃতি পুনরুদ্ধারের জন্য কোথায় সম্পদের যোগান দিতে হবে তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবার জন্য পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটি দ্রুত এবং সহজ করে তুলতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই একসাথে কাজ করতে হবে।

#

দীপংকর/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৬০

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১ হাজার ১০৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩৬৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৪৩ হাজার ৭১৭ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৭জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৩৫৬ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ৯২ হাজার ৫৯ জন।

#

হাবিবুর/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৫৯

**আগামী ২৪ মে থেকে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান শুরু হবে**

 **---শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সেই সিদ্ধান্তগুলো হলো সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান আগামী ২৪ মে, পবিত্র ঈদুল ফিতরের পর শুরু হবে। আর আগামী ১৭ মে থেকে সকল হল খুলে দেওয়া হবে। ২৪ মে পর্যন্ত কোনো ধরনের পরীক্ষা হবে না। আগামী ২৪ মে’র পর পরীক্ষাগুলো গ্রহণ করা হবে। আর অনলাইন ক্লাসগুলো যেভাবে চলছে সেভাবেই চলমান থাকবে।

 মন্ত্রী আজ উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ভার্চুয়াল প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন। ভার্চুয়াল এ প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ যুক্ত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, হলগুলো খুলে দেওয়ার আগেই আবাসিক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকলকে করোনার টিকা দানের ব্যবস্থা করা হবে। ১৭ মে হল খুলে দেওয়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে এবং যে সকল আবাসিক হলগুলোর সংস্কার ও মেরামতের প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো সম্পন্ন করবে। বিসিএস পরীক্ষার আবেদন ও পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেওয়া অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার তারিখের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নতুন তারিখ ঘোষণা করা এবং করোনার কারণে বিসিএস এর আবেদনের বয়সসীমা অতিক্রান্ত হয়ে যেনো কোনও শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

 শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আশা করছি শিক্ষার্থীরাও তাদের প্রস্তুতি নেবেন এবং যার যার হলে ফেরার প্রস্তুতি নেবেন। ইতোমধ্যেই যদি কোনও শিক্ষার্থী হলে অবস্থান করেন, যেটি করার কথা নয়, তাদের অবিলম্বে হল ত্যাগ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যদি প্রতিষ্ঠানগুলোর বাইরে ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে যেকোনোভাবেই, শিক্ষার সঙ্গে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কোন ধরনের অনৈতিক, অপরাধমূলক ও শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হন, তাহলে সেই কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহন করবে না।

 মন্ত্রী আরো বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষা কর্মকর্তাদেরকেও ১৭ মে’র মধ্যে টিকা নিতে হবে।

 উল্লেখ্য, গত বছরের ৮ মার্চ দেশে করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ার পর ওই বছরের ১৭ মার্চ থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে সরকার।

#

খায়ের/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী        নম্বর : ৮৫৮

**মাতৃভাষাই হতে হবে জ্ঞানার্জনের বাহন**

 **-- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, যে জাতি মাতৃভাষাকে জ্ঞানার্জনের বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছে সে জাতি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। তিনি বলেন, আমাদের ভাষা আন্দোলন চলমান। এই আন্দোলন চলমান রাখতে না পারলে এর অন্তর্নিহিত বিষয় হারিয়ে যাবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মাতৃভাষাই হতে হবে জ্ঞানার্জনের বাহন।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় অনলাইনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মোস্তাফা জব্বার আরো বলেন, বাংলাভাষাকে আমরা রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছি কিন্তু এর উন্নয়ন ও সংরক্ষণে দৈন্যদশা বিদ্যমান। অতীতে এর উন্নয়নে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার উন্নয়নে যুগান্তকারী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার উন্নয়নে ১৬টি টুলস উন্নয়নে একশত ৫৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এটি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। সরকারি অফিসে নথিপত্রে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করা হলেও বেসরকারি অফিসসমূহে বাংলা ব্যবহারে অনাগ্রহের বিষয়টি তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, বাংলা ভাষার উন্নয়নে ভাষা নীতি অপরিহার্য।

 একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য অরোমা দত্ত, অধ্যাপক জাফর ইকবাল, ড. মুনতাসীর মামুন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, কথা শিল্পী সেলিমা হোসেন, শহিদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী আলোচনায় অংশ নেন। বক্তারা বাংলাভাষার উন্নয়নে ভাষা নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

শেফায়েত/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/২১০২ ঘণ্টা

Handout Number : 857

**State Minister Shahriar Alam held bilateral meeting with his UAE counterpart**

Dhaka, 22 February :

 State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam held a bilateral meeting with UAE State Minister for Foreign Affairs and International Cooperation Ahmed Ali Al Sayegh at latter’s office in Abu Dhabi today. Shahriar Alam is now visiting the UAE to attend IDEX and NAVDEX-2021 as the representative of Prime Minister Sheikh Hasina. UAE State Minister highly commended the wise and visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina for achieving spectacular economic and social progress in the country as well as for managing the challenges of the Covid-19.

 The whole gamut of bilateral relations that includes inter-alia, issues related to participation of UAE leaders in the Mujib Year celebration, joint celebration of 50th anniversary of both the countries, continued support for Rohingya repatriation, holding of next Foreign Office Consultations, cooperation in the field of trade and investment, food security, employment opportunities for Bangladeshi nationals in the UAE etc were discussed. They also discussed regional and international issues of mutual interests and cooperation in multilateral forums.

 During the meeting, Bangladesh Ambassador to the United Arab Emirates Md. Abu Zafor and Director General (West Asia) F M Borhan Uddin were present. Earlier, the State Minister attended the commemoration of International Mother Language and Shahid Dibash at the Chancery of Bangladesh Embassy in Abu Dhabi and paid respect to martyrs of the language movement by placing floral wreath at the makeshift Shaheed Minar setup in the Chancery. He also visited the facilities of the new Chancery and exchanged views with the officials of the Embassy in a separate meeting.

#

Tohidul/Roksana/Sahela/ Rejuan/Mosaraf/Abbas/2021/1840 Hours

তথ্যববিরণী নম্বর : ৮৫৬

**উজবেকিস্তানে বাংলাদেশ দূতাবাসে নতুন শহিদ মিনার**

**স্থাপন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন**

তাসখন্দ, ৯ ফাল্গুন (২২ ফব্রেুয়ার)ি :

 বাংলাদেশ দূতাবাস, তাসখন্দে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যে অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্্যাপন করা হয়। উজবেকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ জাহাঙ্গীর আলম জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন এবং নতুন স্থাপিত শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু করেন। এ সময় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

 এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। অতঃপর রাষ্ট্রদূত শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং পরে বক্তব্য প্রদান করেন। দূতাবাসের মিনিস্টার ও উপমিশন প্রধান নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন।

 এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে উজবেকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত মনীষ প্রভাত, ইউএনওডিসি-এর সমন্বয়কারী মিজ আশিতা মিত্তাল, উজবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসের প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রবাসী বাংলাদেশি, ওয়ার্ল্ড ইকোনমি এন্ড ডিপ্লোমেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস রেক্টরসহ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, প্রাক্তন রাষ্ট্রদূতবৃন্দ, ভাষাবিদসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট উজবেক ভাষা গবেষক ড. গুলাম ইসমাইলভ মিরজয়ভিচ তাঁর মা, স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ দূতাবাসের সকলে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন ভাষায় ১২ টি কবিতা আবৃত্তি করেন।

#

নৃপেন্দ্র/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/১৯১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৫৫

**বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-কোরিয়ান ইপিজেড ও স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর**

চট্টগ্রাম, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

 বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এবং কোরিয়ান এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (কেইপিজেড) এর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

 আজ চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কেইপিজেড মিলনায়তনে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিনা জেবিন, কোরিয়ান ইপিজেড এর পক্ষে চেয়ারম্যান ও সিইও কিহাক সাং উক্ত সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

 সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত কোরিয়ান রাষ্ট্রদূত লি জেন কিউন, আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

 সমঝোতার আওতায়, কোরিয়ান ইপিজেডের প্রায় ১০০ একর জায়গায় প্রস্তাবিত হাই-টেক পার্ককে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বেসরকারি হাই-টেক পার্ক হিসেবে ঘোষণা করে। এছাড়াও বিনিয়োগে নীতিগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি যৌথভাবে কাজ করবে। কোরিয়ান ইপিজেড-এ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ স্পেশালাইজড ল্যাব স্থাপনে সহায়তা করবে । একই সাথে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।

 চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক কোরিয়ান ইপিজেড এর আইটি জোনকে বেসরকারি হাই-টেক পার্ক ঘোষণা করে বলেন এর মাধ্যমে দেশের আইটি সেক্টরে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন এ হাইটেক পার্ক দেশে ইনোভেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগের গতি বৃদ্ধি ও ডিজিটাল উদ্যোক্তা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন আমরা চাই আমাদের তরুণ প্রজন্ম চাকুরি খোঁজার পরিবর্তে চাকুরি সৃষ্টির প্রতি অধিক মনযোগী হোক। এছাড়া স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে উদ্যোক্তা এবং স্টার্ট-আপদের জন্য স্কেল-আপ প্রোগ্রাম, ট্রেনিং, কোচিং ও মেন্টরিং করা হবে বলেও জানান তিনি।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রতিযোগিতা মোকাবিলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইওটি, রোবোটিক্স, সাইবার সিকিউরিটিসহ উচ্চপ্রযুক্তি নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে বর্তমানে চুয়েটে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে সিঙ্গাপুর-ব্যাংকক মার্কেটের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রামের চান্দগাঁওয়ে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে বন্দর নগরী ও দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম আইটি নগরী হিসেবে গড়ে উঠবে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন দেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালে চট্রগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫০০ হাজার একর জমি বরাদ্দ প্রদান করেন। বর্তমানে কেইপিজেড এ ২৫০০০ এর বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। কোরিয়ান ইপিজেড-কে বেসরকারি হাই-টেক পার্ক ঘোষণা করায় এখানে বিনিয়োগ ও ২০ হাজারের বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 এর আগে প্রতিমন্ত্রী কেইপিজেড এর বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন করেন।

#

শহিদুল/অনসূয়া/জসীম/খোরশেদ/২০২১/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী        নম্বর : ৮৫৪

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা**

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

          জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত গতকালের অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজন হলেন : দিনাজপুরের শ্রাবণী রাণী রায়, রাজশাহীর মো. আরিফুল হক, ঢাকার শাহানা আফরিন দীনা, রংপুরের জাহিন শাহরিয়ার ও চুয়াডাঙ্গার মো. এনামুল হোসেন।

          গতকালের কুইজে ৭১ হাজার ৩৫৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

          স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২১/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৫৩

**৫৭ লাখ কৃষকের মাঝে ৩৭২ কোটি টাকার প্রণোদনা বিতরণ**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

 চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫৭ লাখ কৃষকের মাঝে ৩৭২ কোটি টাকার প্রণোদনা বিতরণ করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় মোট জমির পরিমাণ ২৩ লক্ষ ৬৪ হাজার বিঘা।

 মহামারি করোনা মোকাবিলা ও বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। প্রণোদনার আওতায় রয়েছে বীজ, চারা, সারসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত বাজেট কৃষি পুনবার্সন সহায়তা খাতের বরাদ্দ হতে এ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়।

 ৩৭২ কোটি টাকার মধ্যে করোনা ও বন্যায় ক্ষতি পোষাতে দেয়া হয়েছে ১১২ কোটি টাকার প্রণোদনা। রবি মৌসুমে মাসকলাই, মুগ, সূর্যমুখী, সরিষা, ভুট্টা প্রভৃতি উৎপাদন বৃদ্ধিতে দেয়া হয়েছে ৯০ কোটি টাকার প্রণোদনা। এছাড়া, বোরো ধানের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিনামূল্যে বীজ সহায়তা বাবদ ১৩৬ কোটি টাকা, পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ২৫ কোটি টাকা ও ৬১ জেলায় হাইব্রিড বোরো ধান চাষের জন্য ৯ কোটি টাকার প্রণোদনা বিতরণ করা হয়েছে।

#

কামরুল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২১/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৫২

**অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

অটোয়া (কানাডা) ২২ ফেব্রুয়ারি :

 মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১ অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়। দিবসের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে হাইকমিশনারের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ হাউজে সকালে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয় এবং একই সাথে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। পরিশেষে শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

 অনুষ্ঠানের শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সকল ভাষা শহিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। একই সাথে, হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দ, জাতীয় চার নেতা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধে সম্ভ্রমহানি মা বোনদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। করোনা মহামারির কারণে ভার্চুয়ালি আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্বনামধন্য ও একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি আসাদ চৌধুরী ও ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি আদায়ের অন্যতম সদস্য ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত আবদুস সালাম বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়াও কানাডার বিভিন্ন প্রদেশ ও টেরিটোরির প্রবাসী বাংলাদেশি ও এর বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যুক্ত হন।

 অনুষ্ঠানের শুরুতেই দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ভিডিও বার্তা প্রদর্শন শেষে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

 সভাপতির ভাষণে হাইকমিশনার বলেন, এ বছরের শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশেষভাবে তাৎপর্যপুর্ণ। এ বছরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী আমরা উদ্‌যাপন করছি। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষায় তথা বাঙালি জাতিকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করে তা ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ বাঙালির গৌরবময় ঐতিহাসিক দলিলে ভাষা আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলো কালে কালে আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। এতদঞ্চলের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের স্বার্থসুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি অর্জনের পিছনে রয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও অগণিত মানুষের আত্মত্যাগের ইতিহাস। জাতির পিতা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বার বার কারাবরণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু রাজবন্দী হিসেবে হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় থাকাকালে রাতের অন্ধকারে সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতারা তাঁর সাথে দেখা করেন এবং এ সময় বঙ্গবন্ধু একুশে ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত দেন।

 তিনি সকলকে অবহিত করেন যে, হাইকমিশনের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বাংলাভাষা ও বাংলা সংস্কৃতির পাশাপাশি অন্যান্য সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে কাজ করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি কানাডায় অবস্থিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ও শিল্পীবৃন্দের এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

 পরে একটি ভার্চুয়াল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ, কানাডা, চীন, ভারত, শ্রীলংকা ও ফ্রান্সের শিল্পীগণ নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষায় গান, নাচ ও কবিতা পাঠ করেন। বিভিন্ন দেশের ও ভাষার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার যে মূল লক্ষ্য অর্থাৎ সকল ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মান ও লালন করার বিষয়টি উঠে আসে।

#

দেওয়ান/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২১/১৩৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৫১

**বাংলাদেশ দূতাবাস, প্যারিস ও ইউনেস্কোতে মহান শহিদ দিবস ও**

**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস -২০২১ উদ্‌যাপন**

প্যারিস, ২২ ফেব্রুয়ারি :

 প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষ্যে সকালে দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রদূত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মাধ্যমে দূতাবাসের অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এরপর রাষ্ট্রদূত দূতাবাস প্রাঙ্গণে স্থাপিত অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অস্থায়ী শহিদ মিনারের পাদদেশে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ শেষে ভাষা শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন।  এছাড়া আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ইউনেস্কো-এর মহাপরিচালক Audrey Azoulay প্রদত্ত ভিডিও বার্তা প্রদর্শিত হয়।

 ইউনেস্কো-এর মহাপরিচালক তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অবদানের কথা উল্লেখ করেন এবং একইসাথে মাতৃভাষা ও বহুভাষার প্রসারে বাংলাদেশের গৃহীত কার্যক্রম ও নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের ‘Independence Hero’ হিসেবে অভিহিত করে বাংলা ও বাঙালি জাতিসত্তার স্বীকৃতি অর্জনে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

চলমান কোভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দূতাবাসের সকল সদস্য এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। প্রবাসীদের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে দূতাবাস  অনুষ্ঠানটি ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে আয়োজন করে। ফলে ফ্রান্সে বসবাসরত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ প্রবাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গুণীজন অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন।

ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন তাঁর  বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হতে অনুপ্রাণিত করেছেন, উজ্জীবিত করেছেন, দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি ইউনেস্কো কর্তৃক এই দিবসটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণাকে ২১ শে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিকীকরণ বলে অভিহিত করেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা নিশ্চিতকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানের শেষার্ধে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্মিত বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

এছাড়া ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও ইউনেস্কো-এর ২৮টি সদস্য রাষ্ট্রের অংশগ্রহণে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে ভাষা প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এক ভিন্নধর্মী আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২ ঘন্টাব্যাপী আয়োজিত এ অনুষ্ঠানটি বিশেষায়িত একটি ওয়েবসাইট (www.eventsbangladeshinparis.fr) ও দূতাবাসের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ হতে একইসাথে সম্প্রসারিত হয়। ভার্চুয়াল ভাষা প্রদর্শনীতে ২১টি দেশের ব্যানার, পোস্টার বহুভাষা ও সংস্কৃতির এক মিলনস্থলে পরিণত হয়।

এছাড়া ২০টি দেশের অংশগ্রহণে বিশ্ব সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এক আয়োজন সম্প্রচারিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত ও ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ছাড়াও ইউনেস্কোর উপ-মহাপরিচালক (শিক্ষা) Stefania Giannini, ইউনেস্কো-এর ৬টি ইলেক্টোরাল গ্রুপের সভাপতিগণ পৃথক পৃথক বক্তব্য প্রদান করেন। ইউনেস্কোর উপ-মহাপরিচালক (শিক্ষা) তাঁর বক্তব্যে বলেন, মাতৃভাষা তথা ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যির বিশ্বময় প্রসারে বাংলাদেশ নেতৃত্বের ভূমিকায় আসীন। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তিনি বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ে বঙ্গবন্ধুর সাহসী ও নিরলস প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আয়োজনে ইউনেস্কো ঘোষিত প্রতিপাদ্য ‘Fostering Multilingualism for inclusion in education and society’ – কে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও কার্যকর বলে উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, মা ও মাতৃভাষা যে কোনো ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা তৈরিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মানুষের মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

#

অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২১/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৫০

**কোভিড-১৯ এর টিকা নিলেন এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী**

যশোর, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ করেছেন।

 সোমবার সকাল ১০টায় যশোরের ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে তিনি কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন।

 এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে করোনার টিকা গ্রহণ করছে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে যে সংশয় ছিল তা ইতোমধ্যে কেটে গেছে। আশা করি সকলের অংশগ্রহণের মাধ‍্যমে আমরা খুব শীঘ্রই করোনা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবো।

 শেখ হাসিনার দূরদর্শিতা ও সাহসী পদক্ষেপের ফলেই অনেক উন্নত দেশের আগেই আমরা করোনার টিকা পেয়েছি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

#

হাবীব/অনসূয়া/জসীম/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৪৯

**জর্দানে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

জর্ডান, (২২ ফেব্রুয়ারি):

 জর্দানে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও ভার্চুয়াল কনসার্টের আয়োজন করা হয়।

 দিবসের প্রত্যূষে দূতাবাসে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ও দূতাবাসে স্থাপিত শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে ভাষা শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এসময় দূতাবাস নির্মিত একটি ছোট ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত সহ কূটনীতিকবৃন্দ, বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ, জর্ডানের স্থানীয় নাগরিক এবং জর্ডানে বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটির প্রতিনিধিবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

 আলোচনা সভার শুরুতেই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক, জর্দানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কোভিড মহামারির কারনে বৈশ্বিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও জর্ডান, বাংলাদেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্ত থেকে যুক্ত হওয়া সকল সন্মানিত অতিথি ও দর্শকবৃন্দকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান। তিনি আরো বলেন, ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব বাঙালি জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব একটি স্বাধীন জাতির ভিত রচনা করেছিল যা কয়েক দশকের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়।

 ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জর্ডানের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ডক্টর বাসেম মোহাম্মদ আল তুয়েসি, বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হন বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এবং সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বানী পাঠ করা হয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রদত্ত ভিডিও বার্তা প্রচার করা হয়।

 অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জর্ডানের সংস্কৃতি মন্ত্রী ডক্টর বাসেম মোহাম্মদ আল তুয়েসি বলেন, বাঙালির ভাষার জন্য আত্মত্যাগ শুধু মাত্র তাদের নিজেদের ভাষাই নয় বরং সে সাথে বিশ্বের প্রতিটি ক্ষুদ্র ও আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যার ফলে বাংলাদেশের ভাষা শহিদ দিবসটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি আরো বলেন, ভাষা বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটি মানুষের অতীত, ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যতের সাথে সেতুবন্ধন ও যোগাযোগের মৌলিক মাধ্যম। ভাষা একটি জাতীর পরিচয় বহন করে। তাই বিশ্ব যত বেশি বহুভাষাভাষী সংখ্যা বজায় রাখতে পারবে ততই আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হবে। তিনি বাংলাদেশ ও জর্দানের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধির লক্ষ্যে উভয় ভাষার শিল্প ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনা সমূহ উভয় ভাষায় অনুবাদ করার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি এ দিবসকে আন্তর্জাতিকীকরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

 অনুষ্ঠানের শুরুতে একুশের গান “আমার ভাইয়ের রক্তে বাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি”গানটি বাংলা ও আরবী ভাষায় পরিবেশন করা হয়।

 উল্লেখ্য, জর্ডানে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত এ ওয়েবিনারটি দূতাবাসের “মুজিব বর্ষ ওয়েবিনার” সিরিজের ৪র্থ ওয়েবিনার। এই ওয়েবিনারের পরে বিকালে জর্ডানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে অপর একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/জসীম/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৪৮

**আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার বঙ্গবন্ধুর কারাগার থেকে মুক্তি দিবস**

**স্মরণে ডাকটিকেট অবমুক্ত**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি):

 আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দিবস ২২ ফেব্রুয়ারি। ১৯৬৯ সালের এই দিনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার বঙ্গবন্ধু মুক্তি লাভের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের এক ঐতিহাসিক সোপান রচিত হয়।দিবসটি স্মরণে ডাক অধিদপ্তর স্মারক ডাকটিকেট, উদ্বোধনী খাম ও ডাটাকার্ড প্রকাশ করেছে।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তার দফতরে দিবসটি উপলক্ষ্যে ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকেট ও ১০ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন। এছাড়া ৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটাকার্ড উদ্বোধন করা হয়। মন্ত্রী এ সংক্রান্ত একটি সিলমোহর ব্যবহার করেন।

 মন্ত্রী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ২৩ বছরের ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ও গৌরবময় ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, এই মামলাকে কেন্দ্র করেই ঊনসত্তরের গণঅভ্যূত্থানের সৃষ্টি হয়। ঊনসত্তরের গণঅভূত্থানের রাজপথে ছাত্রলীগের লড়াকু সৈনিক মোস্তাফা জব্বার বলেন, ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল পাকিস্তান সরকার বিচার প্রক্রিয়া শুরুর উদ্যোগ নেয়। ১৯ জুন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্তদের বিচার শুরু হয়। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রাজপথে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেইসাথে জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বিশাল শক্তি নিয়ে মানুষের মাঝে নতুন চেতনার স্ফুরণ ঘটায়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মানুষ রাস্তায় নেমে আসে।

 মোস্তাফা জব্বার বলেন, এই মামলার অভিযুক্ত প্রত্যেকের পরিবারকে সে সময় অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় প্রতিদিনই তাঁর পিতার সাথে দেখা করতে যেতেন। একসময় শেখ মুজিবকে সরকার প্যারলে মুক্তি দিতে চাইলে বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব শেখ হাসিনার মাধ্যমে শেখ মুজিবকে খবর পাঠিয়ে মুক্তি নিতে বারণ করেন। গণঅভ্যূত্থানে দিশেহারা আইয়ুব খান ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন এবং এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে বন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন।

 স্মারক ডাকটিকেট, উদ্বোধনী খাম ও ডাটাকার্ড সোমবার থেকে ঢাকা জিপিও’র ফিলাটেলিক ব্যুরো এবং পরে দেশের অন্যান্য জিপিও এবং প্রধান ডাকঘর থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/জসীম/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১১১৮ঘণ্টা

Handout Number: 847

**Speakers at Washington Webinar calls for preserving linguistic diversity for human dignity**

Washington, (21 February 2021):

 Bangladesh Embassy in Washington, D.C. Sunday organized a Webinar marking the observance of the International Mother Language Day with the theme “Fostering Multilingualism in Education and Society.”

 Bangladesh Ambassador to the U.S.A. M Shahidul Islam made welcome remarks, saying 21st February is an important milestone in Bangladesh’s national history.

 He said this year the day has assumed more significance, as Bangladesh celebrates the Birth Centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the 50th Anniversary of her glorious independence.

 The Ambassador said UNESCO’s proclamation recognizing February 21 as International Mother Language Day  has added a new dimension of cultural-linguistic diversity as well as multilingualism to this historic day in a spirit of 'unity in diversity'.

 UNESCO Director-General Audrey Azoulay said UNESCO has launched an initiative to translate more than 6,000 books in over 100 languages to enrich its world digital library which already offers free access to thousands of books, manuscripts, pictures and documents from across the world.

 Audrey Azoulay said UNESCO will celebrate a decade of indigenous languages from 2022 through 2032. She appreciated the commitments to this effect made by Bangladesh, Brazil, Egypt, and Jordan.

 She preservation and protection of linguistic diversity is essential for human dignity. Quoting English philosopher Roger Beacon, she said knowledge of languages is the doorstep to wisdom.

 Director-General of International Mother Language Institute, Bangladesh Prof. Dr. JinnatImtiaz Ali delivered a keynote address.

 Ambassador Marcia Bernicat**,**Senior Official for Economic Growth, Energy, and the Environment and Acting Assistant Secretary, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs at the State Department, ShafiulAlam, former Cabinet Secretary and Alternate Executive Director, World Bank Group, and former U.S. Ambassador to Bangladesh Harry K Thomas participated in the panel and open discussion.

 The hour-long Webinar was moderated by Minister and Deputy Chief of the Mission at Bangladesh Embassy Ferdousi Shahriar.

#

Shamim/Anasuya/Zashim/Masum/2021/1200 our

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৪৬

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

নিউইয়র্ক, (২২ ফেব্রুয়ারি ):

 যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে গতকাল মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। মিশনস্থ বঙ্গবন্ধু অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে মহান একুশের ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এর আগে প্রভাতফেরির মাধ্যমে অডিটোরিয়ামটিতে স্থাপিত অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানটিতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং মহান একুশের ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে একটি প্রামাণ্য ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

 আলোচনা পর্ব শুরু হয় জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে। স্বাগত ভাষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য “শিক্ষায় এবং সমাজে বহুভাষার অন্তর্ভুক্তি সযত্নে লালন করি (Fostering multilingualism for inclusion in education and society)” উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, “বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে বহুভাষিকতাকে এগিয়ে নিতে সর্বাত্তক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে”।

 ভাষণের শুরুতেই তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, “১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদই ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করে। জাতির পিতা ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে বার বার গ্রেফতার হয়েছেন। জেলে থেকে ভাষা আন্দোলনের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারী করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষা শহিদগণ”।

 ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই কিভাবে জাতির পিতার নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে সে প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে জাতিসংঘসহ বিশ্ব পরিমন্ডলে বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা তুলে ধরেন তিনি। বাংলাদেশের জন্য কোভিড-১৯ এর টিকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন এবং চলমান টিকা প্রদান কর্মসূচিতে সরকার যে সফলতা দেখিয়েছে তা সারাবিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি বলেন, “বিশ্বের ২৫ কোটি মানুষের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে যে প্রস্তাবনা রেখেছেন তা বাস্তবায়নে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে’’।

 প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষা উজ্জ্বীবিত রাখতে পরিবার এবং কমিউনিটিতে বাংলার শুদ্ধ চর্চা অব্যাহত রাখতে প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশ নেন মিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। কোভিড-১৯ জনিত স্থানীয় বিধিনিষেধ অনুযায়ী সামাজিক দুরত্ব মেনে সীমিত পরিসরে অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করা হয়।

#

অনসূয়া/জসীম/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১১২৬ঘণ্টা